২

# ‘মানুষ ভয়ে আইনের আশ্রয় নেবে না– এটা কোনোভাবেই একটা দেশের জন্য ভালো নয়।’

**নিজামুল হক নাসিম**
**আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট**

**আসক:** র‌্যাব গঠনের আইনানুগতা বা সাংবিধানিকতা বিষয়ে আপনার মত কী?
**নিজামুল হক:** আসলে, যেভাবে র‌্যাব তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে কিছু কিছু আইনগত প্রশ্ন তোলা যায়। তবে এটা অসাংবিধানিক– এ মুহূর্তে তা বলা যায় বলে আমার মনে হয় না।

**আসক:** তাহলে কি র‌্যাবের গঠন ঠিকই আছে?
**নিজামুল হক:** যেহেতু এটা আইনের মাধ্যমে করা হয়েছে এবং পার্লামেন্টে আইনটি পাস করা হয়েছে, সেহেতু পার্লামেন্টের আইনকে তো *prima facie* বলতেই হবে যে এটা লিগ্যাল, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ আদালত এই আইনটাকে বেআইনি ঘোষণা করছে।

**আসক:** র‌্যাবের আইনটিতে বলা হয়েছে যে, র‌্যাব কেবল সেসব অপরাধেরই তদন্ত করবে যেগুলো করতে সরকার তাদের নির্দেশ দেবে। তদন্তানুষ্ঠানের বিষয়ে সরকারি ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরতার ব্যাপারটি আইনগত দিক থেকে কতখানি গ্রহণযোগ্য?
**নিজামুল হক:** আসলে এই ক্ষমতাটা সরকারের কাছে রাখা আমার মনে হয় ঠিক হয়নি। কারণ র‌্যাব যদি পুলিশের একটা অংশ বা একটা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে, তাহলে স্পষ্টভাবে কিছু কিছু অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলা যেতে পারতো যে, এই অপরাধগুলো র‌্যাব তদন্ত করবে। কিন্তু তা না করে সরকার যে কেস র‌্যাবের কাছে দেবে, সেটা সে তদন্ত করবে, এখানে স্পষ্টভাবেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ খাটানোর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। একজন আইনজীবী হিসেবে কোনোক্রমেই এটাকে আমি গ্রহণযোগ্য বলতে পারি না।

**আসক:** সে হিসেবে আইনটার একটা ত্রুটি এই যে, আইনটাকে রাজনৈতিক স্বার্থে অপব্যবহার করার কিছু সুযোগ এর মধ্যেই থাকছে।
**নিজামুল হক:** যেভাবে এটা করা হয়েছে তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মতো সুযোগ থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় একটা কথা আমি বলব, সবকিছু শুধুমাত্র আইন করে হয় না। এটার প্রয়োগ কীভাবে হয় তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এখানে সরকারের সদিচ্ছাটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশে যত আইনই হয়েছে তার একটাও ঠিকমতো প্রয়োগ করা হয়নি বরং অন্যায়ভাবেই করা হয়ে আসছে। এটিই আমাদের এতোদিনকার অভিজ্ঞতা।

**আসক:** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আসামিকে রিমান্ডে নেয়ার ক্ষমতা র‌্যাবকে দেয়া হয়েছে। বর্তমান ফৌজদারি বিচার কাঠামোয় র‌্যাব কি তা করতে পারে, নাকি এটি এখতিয়ার-বহির্ভূত?
**নিজামুল হক:** যখন আইনে র‌্যাবকে তদন্ত করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখন রিমান্ডে নেয়ার ক্ষমতা তাদের দেয়াটা অন্যায় বা বেআইনি হয়েছে– এটা আমি বলব না। কেননা রিমান্ড হলো তদন্তের একটা অংশ। তবে তদন্তের ক্ষমতাটা র‌্যাবকে দেয়া ঠিক হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। সে প্রশ্ন আমরা অবশ্যই তুলতে পারি এবং তাহলে রিমান্ডে নেয়ার ক্ষমতাটা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যেহেতু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইচ্ছে করলে যেকোনো মামলা র‌্যাবকে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে, সেহেতু সেই মামলার রিমান্ড তারা আইনসম্মতভাবেই নিতে পারে। তবে রিমান্ডের যে আইন আছে সেগুলো তারা মানতে বাধ্য এবং সেগুলো মেনেই তাদের এই কাজটা করতে হবে।

**নিজামুল হক নাসিম**
**আইনজীবী**
**বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট**

*“এটাই লোকের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, ক্রসফায়ার বলে যেটাকে প্রচার করা হচ্ছে সেটা আসলে ক্রসফায়ার নয়,...”*

**আসক:** আচ্ছা, আমরা তো জানি রিমান্ড সম্পর্কে উচ্চ আদালতের কিছু নির্দেশনা বহাল আছে।
**নিজামুল হক:** রিমান্ড নিয়ে উচ্চ আদালতের যে নির্দেশনা আছে সেটা বাধ্যতামূলক। এ দেশের সবাই সেটা মানতে বাধ্য। বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই সেটা মানছেন না অথবা মানছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তবে এ দেশের সমস্ত কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতের রায় মানতে বাধ্য এবং এটা র‌্যাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই র‌্যাব যখন কাউকে রিমান্ডে নেবে বা র‌্যাব যখন তদন্ত করবে, তাকেও হাইকোর্টের নির্দেশনা মেনেই তা করতে হবে।

**আসক:** এমনিতে এই যে আপনি বললেন রিমান্ড তদন্তেরই একটা অংশ, তো সেক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ, তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ইত্যাদি বিষয়ে থানা পুলিশের সাথে দ্বৈত কর্তৃত্বের মতো একটা পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ সৃষ্টি হবে কিনা?
**নিজামুল হক:** আসলে সরকারের যদি উদ্দেশ্য ভালো থাকে তাহলে আমি মনে করি না কোনো সমস্যা হবে। তবে আমাদের প্রশ্নটা ওই জায়গাটায় যে, আসলে আমাদের দেশে আমরা আগেও দেখেছি এখনও দেখছি যে, এসব ব্যাপারে সরকার সবসময় এসব সংস্থাকে তার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে এবং যার ফলে আইনের সঠিক প্রয়োগটা

হয় না। আমরা আশা করি সবসময়, কিন্তু বাস্তবে তো দেখি না যে, সরকার আইনসম্মতভাবে কাজগুলো করে বা দুরভিসন্ধি নিয়ে কোনো কাজ করে না। সরকারের উদ্দেশ্য ভালো থাকলে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ অন্যায় কাজ করতে পারে না।

**আসক:** আইনের এই যে সঠিক প্রয়োগ, সেক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অথবা প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা সবসময়ই বলি। আপনি কি মনে করেন, যে আইনি কাঠামোর মধ্যে র‌্যাবকে তৈরি করা হয়েছে, তার মাধ্যমে যথাযথভাবে র‌্যাবের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব?

**নিজামুল হক:** যদি সরকার চায়, তাহলে অবশ্যই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়; কিন্তু আমার প্রশ্নটা ওই জায়গায়, ক্ষমতাটা যাদের হাতে তারা সেটা চায় কিনা এবং আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে এটা কোনো দিন কেউ চায়নি, যার ফলে আমাদের সমস্যাগুলো তৈরি হয়। সরকার চাইলে অবশ্যই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় এবং করার মতো ক্ষমতা সরকারের অবশ্যই আছে, দেশের জনগণেরও আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

**আসক:** কিন্তু আইনের মধ্যে জবাবদিহিতার কোনো স্পষ্ট বিধান করে দেয়া যেতো কিনা?

**নিজামুল হক:** এখন জবাবদিহিতার বিধান দিলেও যদি সেটা কাজ না করে তাহলে দিয়ে লাভ কী? আইনে আছে আসামিকে মারতে পারবে না, কিন্তু বাস্তবে মারছে। এটা বন্ধ হচ্ছে না। দু'-একটা ঘটনায় হাজতি মারা গেলে মামলা হয়েছে, বিচারও হয়েছে। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত খুব বড় কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। কেননা আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি, আসামিকে গ্রেফতারের পরে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং এটা এখন একটা ওপেন সিক্রেট ব্যাপার। সারাদেশে জনগণও জানে যে, এটাই স্বাভাবিক।

**আসক:** র‌্যাবের যে আইনটা হয়েছে, একজন আইনবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকভাবে সেটাকে আপনি কীভাবে বিচার করবেন?

**নিজামুল হক:** আমি মনে করি আইনটা করার কোনো দরকারই ছিল না। পুলিশকে যদি ঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়, তাহলে অবশ্যই সবকিছু করা যায়। আইন বাড়িয়ে কোনোদিন কোনো আইন ঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। প্রয়োজন হলো সদিচ্ছার। আমি বারবার যেটার ওপর জোর দিতে চাচ্ছি তা হলো, আইনটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করব– এই সদিচ্ছা আমাদের সরকারের থাকলে সাধারণ পুলিশ দিয়েই সবকিছু সম্ভব। অন্য কোনো বিশেষ বাহিনীর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এটা শুধু র‌্যাবের বেলায় নয়, সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

**আসক:** এই যে র‌্যাব অভিযুক্তকে সাথে নিয়ে কথিত অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে স্পটে যাচ্ছে, এর কোনো আইনগত ভিত্তি কি আছে?

**নিজামুল হক:** আসলে অভিযুক্ত যদি কোনো তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকার করে যে, তার জানামতে অমুক জায়গায় তার অস্ত্র আছে, তখন অভিযুক্তকে নিয়ে পুলিশ সেখানে যেতে পারে, গিয়ে তার দেখানোর মাধ্যমে অস্ত্র উদ্ধার করতে পারে। এটার ভিত্তি আছে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হলো যে, এইভাবে রাতের বেলা তাদেরকে নিয়ে যাওয়া এবং তারপর তাদেরকে ক্রসফায়ারে মারা, মানে ক্রসফায়ারে মারা যাচ্ছে বলে প্রচার করা, এটা নিয়ে জনগণের মধ্যে একটা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে যে, তাহলে তারা দিনের আলোতেও তো কাজটা করতে পারে, জনসাধারণ দেখতে পারে কোথায় কীভাবে অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে।

**আসক:** আইনেও তো বলা আছে যে, অস্ত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে দু'জন সম্মানী ব্যক্তিকে সাথে রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জিনিসের তালিকায় তাদের স্বাক্ষর রাখতে হয়।

**নিজামুল হক:** হ্যাঁ, এগুলো না করে, রাত্রিবেলা সবার অগোচরে করছে। এতে করে এটাই লোকের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, 'ক্রসফায়ার' বলে যেটাকে প্রচার করা হচ্ছে সেটা আসলে ক্রসফায়ার নয়, আসলে তারা র‌্যাবের হেফাজতেই মারা যাচ্ছে। শুধুমাত্র আইনি মারপ্যাঁচ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য ক্রসফায়ারের কথা প্রচার করা হচ্ছে।

**আসক:** কথিত ক্রসফায়ারের এতোগুলো ধারাবাহিক ঘটনার পর র‌্যাবের হেফাজতে থাকা ব্যক্তিটির ব্যাপারে তো র‌্যাবের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। হেফাজতে থাকা লোকটার নিরাপত্তাদানেও তো র‌্যাব বাধ্য?

**নিজামুল হক:** অবশ্যই। একটা লোককে গ্রেফতার করার পর সে চলে যায় পুলিশের হেফাজতে। সে হেফাজতে থাকবে, এই কেসে যেমন র‌্যাবের হেফাজতে তারা থাকে। এখানে তার জীবন-মৃত্যুর এবং সমস্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব র‌্যাবের। এখন র‌্যাব 'ক্রসফায়ারে' মারা যাওয়ার কথা বলছে, কিন্তু 'ক্রসফায়ার' থেকে তাকে বাঁচাবার কী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে সেটা সম্পর্কে কিন্তু কিছু বলা হচ্ছে না। আরেকটা জিনিস আমরা বুঝতে পারছি না, সেটা হলো 'ক্রসফায়ারে' শুধু আসামিই মারা যাচ্ছে, আর কোনো তথ্য আমরা পাচ্ছি না। এখনও পর্যন্ত অন্য কোনো আসামি গ্রেফতার হচ্ছে বা গুলিবিদ্ধ হয়েছে, এই ধরনের একটা স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য খবর আমরা পাচ্ছি না। যার ফলে জনগণের মনে একটা বড় সন্দেহ তৈরি হয়েছে। জনগণ এখন বিশ্বাসই করে যে যাকে 'ক্রসফায়ার' বলা হচ্ছে তা আসলে র‌্যাবের হেফাজতে মৃত্যু। আর হেফাজতে এভাবে মৃত্যু হলে this is nothing but a killing, killing in custody. আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অবশ্যই বেআইনি এবং অপরাধ। এ ব্যাপারে আমি মনে করি না যে এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

**আসক:** কিন্তু সরকারের একজন মন্ত্রী ইতোমধ্যেই বলেছেন যে, 'ক্রসফায়ারে' যে মৃত্যু হয় সেটাকে হেফাজতে মৃত্যু বলা যাবে না।

**নিজামুল হক:** যদি এটা প্রতিষ্ঠা করা যায় যে, পুলিশ নয় বরং সন্ত্রাসী গ্রুপের গুলিতে সে মারা গেছে, তাহলেও সেটা হেফাজতে মৃত্যু। তবে তখন পুলিশ বলতে পারে যে, "ইহার জন্য তাহারা দায়ী নহে।" কিন্তু এই মারা যাওয়াটা নিয়ে অবশ্যই তদন্ত হওয়া দরকার।

**আসক:** কিন্তু হেফাজতে থাকা বা না থাকার একটা আইনগত তাৎপর্য আছে এই অর্থে যে, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হলে আমরা জানি ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী সেটার তদন্ত পুলিশ করবে না, সেখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্ত করতে হবে। এখন যদি আগে থেকেই বলা হয় যে, 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যু মানে হেফাজতে মৃত্যু না, সেক্ষেত্রে তো প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্তকে অস্বীকার করা হচ্ছে। আর আমরা এখনও পর্যন্ত শুনিনি যে, কোনো 'ক্রসফায়ারের' ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা আপনি কীভাবে দেখবেন?

**নিজামুল হক:** আসলে আমি এটা মনে করি যে, ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমেই

তদন্তটা করা উচিত। কেননা যেভাবে ঘটনাগুলো ঘটছে তাতে সারাদেশের জনগণের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এগুলো সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা। আমি মনে করি এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তদন্ত টা করা উচিত, যাতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে জনগণের কাছে বলা যেতে পারে যে, আসলে কীভাবে লোকটা মারা গেছে। অবশ্যই যেহেতু র‍্যাবের হেফাজতেই ভিকটিম ছিল এবং তারপরে মারা গেছে, র‍্যাবকেই ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং র‍্যাবকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা দোষী নয়, অন্য কেউ দোষী। তার আগ পর্যন্ত এটার ভালো তদন্ত হওয়া দরকার এবং কেউ দোষী হলে দোষীর শাস্তি হওয়া দরকার।

**আসক:** তার মানে কি এই যে, যেভাবে তদন্ত হচ্ছে বা আইনগত প্রক্রিয়া যেভাবে চলছে সেটাতে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে?

**নিজামুল হক:** আমি তাই মনে করি এবং আরও মনে করি যে, এখানে ম্যাজিস্ট্রেট থাকলে ভালো হয়।

**আসক:** আরেকটা টেকনিক্যাল প্রশ্ন হচ্ছে, র‍্যাবের সদস্যরা বিভিন্ন বাহিনী থেকে ডেপুটেশন বা সেকেন্ডমেন্ট-এ আসছেন, নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন। সেক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠেছে যে, র‍্যাব সদস্যদের কোনো কাজের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি একশন নিতে হলে, সেটা কি সাধারণ পুলিশের জন্য যে আইন প্রযোজ্য সে আইনের অধীনে হবে, নাকি যারা যে বাহিনী থেকে আসছে সেই বাহিনীর জন্য প্রযোজ্য আইন এখানে কাজ করবে?

**নিজামুল হক:** যদি পুলিশে আসার পর নতুন নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই সাধারণ পুলিশের আইনেই আসবে, আর যদি তাকে ডেপুটেশনে আনা হয় আর্মি থেকে বা অন্য কোনো বাহিনী থেকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব আইনের আওতায় ডিসিপ্লিনারি একশন নেয়া হতে পারে। এখন কী চুক্তির মাধ্যমে সে আসলো বা তাকে আনা হলো তার ওপরে বিষয়টা নির্ভর করবে। তবে আমি মনে করি অভিযুক্ত যেখান থেকেই আসুক না কেন, দোষী হলে পরে, স্ব-স্ব বাহিনীর আওতায় আসলেও তাদের বিচার হওয়া উচিত। যদি মিলিটারি থেকে এসে কেউ অন্যায় কাজ করে, যদি বিডিআর থেকে এসে কেউ অন্যায় কাজ করে সেক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব আইনে যেমন বিচারটা হতে পারে তেমনি প্রচলিত সাধারণ আইনেও তার বিচার হতে পারে। মূল কথা হলো, যদি কেউ দোষী হয় তাহলে তার বিচার হওয়া দরকার, যে আইনে সে পড়বে সেগুলোতেই তার বিচার হবে।

**আসক:** টেকনিক্যাল যে সমস্যাটা আছে তা হচ্ছে ওদেরকে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না, তারা আসছে ডেপুটেশন বা সেকেন্ডমেন্টে। তো আবার যে আইনে র‍্যাব গঠন করা হলো সেই আইনটার একটা বড় অংশ কিন্তু ডিসিপ্লিনারি একশন সম্পর্কিত– কোন কোন কাজ করলে সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়নের সদস্যদের বিরুদ্ধে কীভাবে বোর্ড গঠন করা হবে, কী ধরনের অপরাধের জন্য কী ধরনের শাস্তি দেয়া যায় ইত্যাদি। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত র‍্যাবের সদস্য হিসেবে কাজ করছে, পুলিশের কর্তৃত্বাধীনে কাজ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশের আইনটা তো তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে Armed Police Battalions Ordinance যেটা আছে, সেটা কি তাদের ক্ষেত্রে বলবৎযোগ্য হবে না?

**নিজামুল হক:** হতে পারে। এটা একটু ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখার বিষয় আছে। একটা ভালো আইনি বিতর্কের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটার মীমাংসা হতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি যে, পুলিশি আইনে তার তদন্ত বা বিচার হলো, না সে যেই বাহিনী থেকে আসছে সে বাহিনীর আইনে তার বিচার হলো, সেটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার না। আমার কাছে ব্যাপার হলো, যদি র‍্যাবের কোনো সদস্য কোনো বেআইনি কাজ করে তাহলে তার যেন বিচারটা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে এদের অবস্থানটা যেন পরিষ্কার হয় এবং তারা বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে পারে।

**আসক:** আপনি এর মধ্যেই বলেছেন যে, র‍্যাব যে কাজটা করছে বারবার একই ক্রসফায়ারের কাহিনী বলছে, কিন্তু জনগণের একটা বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, ওরাই হেফাজতে নিয়ে মেরে ফেলছে। সেক্ষেত্রে বেসামরিক নাগরিকরা তো সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার আইনে যে ডিসিপ্লিনারি একশন-এর কথা বলা হয়েছে, তার কার্যক্ষেত্র তো খুব সীমিত। যেমন খুব ছোটখাট অপরাধের ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিনারি একশন নেয়া যেতে পারে, কিন্তু মেরে ফেলা বা এই জাতীয় ব্যাপারে Armed Police Battalions Ordinance-এ কিছু বলা নাই। সেক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে কোন আইন প্রযোজ্য হবে? পুলিশ হলে কী হবে, আর মিলিটারি হলেই বা কী হবে? যেমন পুলিশ অ্যাক্ট-এ বিচার হবে, নাকি আর্মি হলে আর্মি অ্যাক্ট-এ বিচার হবে, নাকি সাধারণ আইনে হবে?

**নিজামুল হক:** এ প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই আমাদের উচ্চ আদালতের রায় আছে। সেটা হলো তারা যদি কোনো অন্যায় কাজ করে, যেটা তাদের দায়িত্বের অংশ নয়, দায়িত্বের বাইরে কোনো অন্যায় কাজ করে, যেমন খুন করা তাদের দায়িত্ব নয় এবং আসামিকে পিটানোও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, কাজেই সেক্ষেত্রে সেটা তাদের সার্ভিস ম্যাটার হবে না এবং তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে। আর সরকারি কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো অন্যায় কাজ হয়ে যায়, সেটার জন্য তাদের প্রশাসনিক বিচার হবে। কিন্তু একটা লোককে পেটানো, একটা লোককে হত্যা করা, একটা লোকের প্রতি অবিচার করা, এগুলো তো তার সরকারি কাজ নয়। কাজেই এখানে সরকারি বেনিফিট্‌টা সে পাবে না। এখানে তার সাধারণ আইনে বিচার হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং সেটিই আমি মনে করি সঠিক আইন।

**আসক:** যদি এই 'ক্রসফায়ারের' ঘটনাগুলো পরিকল্পিত হয়, যতটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এটা নিশ্চয়ই বলা যাবে না যে র‍্যাব সদস্যরা নিজ দায়িত্বে কাজগুলো করছে। সেক্ষেত্রে যে সদস্য ঘটনা ঘটাচ্ছেন তিনি ছাড়াও যার আদেশে তিনি কাজটা করছেন, তারও তো একটা দায় থাকা উচিত?

**নিজামুল হক:** এরা দু'জনেই মৃত্যুর জন্য দায়ী। দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার মাধ্যমে তাদের বিচার হওয়ার কথা। কারণ ঊর্ধ্বতনের অন্যায় আদেশ একজন অধীনস্থ কর্তৃপক্ষ মানতে বাধ্য নয়। কাজেই যে পালন করবে সেও দোষী, আর যে হুকুম দিবে সেও দোষী এবং এটা পরিষ্কার যে দণ্ডবিধির অধীনেই তাদের বিচার হতে পারে। কেননা হত্যা করার কর্তৃত্ব তাদেরকে দেয়া হয়নি।

**আসক:** আমি যতদূর মনে করতে পারছি, আর্মি অ্যাক্ট-এ বলা আছে যে আর্মির কোনো সদস্যের কোনো কাজে বেসামরিক নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার বিচার কোর্ট মার্শালের মাধ্যমেও হতে পারে, সিভিল ল' কোর্টেও হতে পারে, তার মানে আমাদের দুটো সুযোগই থাকছে।

**নিজামুল হক:** আর্মি অ্যাক্ট অনুযায়ী আর্মির কোনো সদস্য যদি কোনো অবৈধ কাজ করে, তাহলে তার কোর্ট মার্শাল হতে পারে। আবার যদি সে দায়িত্বের বাইরে গিয়ে কোনো অপরাধ করে সেক্ষেত্রে সিভিল ল' কোর্টেও তার বিচার হতে পারে। তবে আর্মির বিচার সিভিল ল' কোর্টে করতে কিছু আইনগত বাধা-বিপত্তি আছে; কিন্তু কোর্ট মার্শালও যদি হয়, তবুও বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত।

**আসক:** কোর্ট মার্শাল যদি হয়, সেক্ষেত্রে তার ওপর আমরা কতটুকু আস্থা রাখতে পারি? কেননা আর্মির নিজেদের মধ্যকার একটা ব্যাপার আছে। তার চেয়ে সাধারণ বিচারালয়ের ব্যাপারে আমাদের আস্থা হয়তো একটু বেশি।
**নিজামুল হক:** ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু সামরিক বাহিনীর কোর্ট মার্শালের ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।

**আসক:** কিন্তু যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের তো এটা মনে হতে পারে যে, পছন্দমতো আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারলে এবং সাধারণ আদালতে বিচার হলে তারা ন্যায়বিচারের ব্যাপারে বেশি আশাবাদী হতে পারতেন।
**নিজামুল হক:** সেটা মনে হতে পারে, কিন্তু তারপরও আমি বলব যে– আমার যথেষ্ট আস্থা আছে সামরিক বাহিনীর কোর্ট মার্শালের প্রতি। সামরিক বাহিনীর কোনো সদস্য যদি কোনো অন্যায় কাজ করে, আর তার যদি কোর্ট মার্শাল হয়, সেখানে যে বিচার প্রক্রিয়াটা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।

**আসক:** সেখানে বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে আমি কীভাবে আগাতে পারি?
**নিজামুল হক:** যিনি ভিকটিম তিনি যদি কোর্টে নালিশ করেন তবে কোর্ট থেকে ওখানে পাঠিয়ে দেয়া হবে অথবা আর্মির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছেও নালিশ করতে পারেন। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

**আসক:** কিন্তু বিচারের এতোগুলো চ্যানেল থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোনো মামলা হচ্ছে না কেন র‍্যাবের বিরুদ্ধে?
**নিজামুল হক:** আমরা যা শুনতে পাচ্ছি বা যা শোনা যাচ্ছে, সেটা হলো যে– লোকেরা সাহস পাচ্ছে না, জনগণ সাহস পাচ্ছে না, যারা ভিকটিম তারাও সাহস পাচ্ছে না মামলা করার মতো। এর অনেক কারণ আছে। যেমন যারা মারা গেছে তাদের অনেকেই আছে পরিচিত সন্ত্রাসী, এদের আত্মীয়-স্বজনরা মনে করতে পারে যে, আমাদের মামলা-মোকদ্দমায় যাওয়া ঠিক হবে না, কেননা আমরা ন্যায়বিচার পাব না। আর কিছু ঘটনা আমরা জেনেছি যে, যারা সন্ত্রাসী নয়, ভালো লোক বলে সমাজে পরিচিত, কিন্তু র‍্যাবের হেফাজতে থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের পরিবার হয়তো মামলা করেছেন কিন্তু পরবর্তীকালে মামলাগুলো আগাচ্ছে না বা নিহতের পরিবারই এটাকে আর এগিয়ে নিচ্ছে না। এটার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি যে হয়তোবা কোনো তরফ থেকে তাদেরকে ভয়-ভীতি দেখানো হয়ে থাকতে পারে। আমরা জানি না, হয়তো এটা একটা কারণ হতে পারে এবং আমাদের দেশে কিন্তু এরকম হয়, আগেও হয়েছে। এরকম হলে সাধারণ মানুষ ভয় পেতে পারে এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে ভয় পাওয়াটা আমাদের রাষ্ট্রের সুঅবস্থা নয় কোনোভাবেই। মানুষ ভয়ে আইনের আশ্রয় নেবে না, আদালতে যাবে না– এটা কোনোভাবেই একটা দেশের জন্য ভালো নয়।

**আসক:** এই যে র‍্যাব গঠন হলো, তারপরে এই যে এতোগুলো ক্রসফায়ারে মৃত্যুর কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং তাতে মামলা হচ্ছে না, মামলা যেগুলো হচ্ছে সেগুলো আবার ভয়ভীতির কারণে পিছিয়ে আসছে, তো সবকিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি কোনদিকে আগাচ্ছে বলে আপনার মনে হয়, আমাদের ভবিষ্যৎ কী?
**নিজামুল হক:** এই রকম কোনো কারণহীনভাবে হেফাজতে মৃত্যুটা বাঞ্ছনীয় তো নয়ই বরং এটা অন্যায়। এটা বন্ধ করা উচিত। এবং এটা চলতে থাকলে দেশে নৈরাজ্যমূলক অবস্থা তৈরি হবে, জনগণ বিচার-ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে। আদালতের প্রতি আস্থা নষ্ট হওয়া দেশের জন্য মোটেও ভালো না। আমি আশা করবো, এ ঘটনা কমে যাবে এবং এরকম ঘটনা আর ঘটবে না। মানুষ যেন বিচারের জন্য কোর্টের কাছে যায়, সরকারও যেন কোর্টের কাছে বিচারের জন্য যায়। দোষী ব্যক্তির বিচার করার জন্য বিচারক আছেন, বিচারালয় আছে। সেই বিচারটাই যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, আর কোনো বিচার নয়। কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে কাজ করলে দেশের উন্নতি হবে না বরং নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সেটা কোনোক্রমেই ভালো নয় এবং উচিতও নয়।

**আসক:** ধন্যবাদ আপনাকে।
**নিজামুল হক:** ধন্যবাদ।

*সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২৭ জানুয়ারি ২০০৫*